প্রতিমন্ত্রী বনাম স্থানীয় নেতৃবৃন্দ: উন্নয়নের মূল অন্তরায়

মেহেরপুর আওয়ামী লীগের রাজনীতি হঠাৎ করে নতুন সমীকরণ দেখা গেল। আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ত্যাগী নেতারা এক মঞ্চে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপির বিরুদ্ধে বিষদগার হয়ে উঠলেন।

স্থানীয় সরকারের উন্নয়নে বিশেষ করে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভার উন্নয়ন কাজের বাধাগ্রস্থ করার অভিযোগ তুলেছেন। স্থানীয়র সরকারের তিনটি বিভাগেই আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তারা প্রতিমন্ত্রীর দ্বারা বাধাগ্রস্থ হচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন।

গত বুধবার বিকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিশেষ বর্ধিত সভায় নেতারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে এক হাত নেন। বক্তারা যার যার স্থান থেকে প্রতিমন্ত্রীর বিষদগার করেন। একই সঙ্গে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকেরও সমালোচনা করে তাঁকে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনের আহবান জানান।

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে মুজিবনগর অধ্যূষিত মেহেরপুরে এই প্রথম একজন প্রতিমন্ত্রী উপহার দেন প্রধানমন্ত্রী। যা মেহেরপুর বাসীর জন্য গর্বের বিষয় ছিল। আওয়ামীলীগের গর্বের ছিল। কিন্তু একটি বছরের ব্যবধানে আওয়ামীলীগের ত্যাগী নেতাদের কোনঠাসা করে তোলায় তাদের অন্তর্জালা সেদিন প্রকাশ্য রুপ নেয়। শতশত নেতাকর্মীদের উপস্থিতি প্রকাশ্য ত্যাগী নেতারা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে তার ভুল শোধরানোর আহবান জানান। না হলে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি দেন।

নেতাকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে কৌশলে প্রতিমন্ত্রী রাজত্ব করতেই পারতেন। কিন্তু তিনি নেতাকর্মীদের প্রতি ভরসা না রেখে আমলাদের উপর ভরসা করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজ দলীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ডিসি এসপিকে নিয়ে মঞ্চে উপবিষ্ট থাকেন।

যেগুলো বিভিন্ন সময় রাজনীতির টেবিলে সমালোচার জন্ম দেয়।

সকল সমালোচনা, বৈরিতা দুর করে তিনি জেলা আওয়ামীলীগের ত্যাগী নেতাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন আমরা এমনটা প্রত্যাশা করি। সকল কিছু ভলে জেলার উন্নয়নে , এলাকার উন্নয়নে তিনি ভূমিকা রাখবেন, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম কোন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে জেলাকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যাবেন এমনটা প্রত্যাশা করি।

মেপ্র/সম্পাদকীয়

আরো পড়ুন: প্রতিমন্ত্রীকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি, ডিসিকে নিরপেক্ষ থাকার আহবান

প্রতিমন্ত্রীকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারি, ডিসিকে নিরপেক্ষ থাকার আহবান

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগ আয়োজিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নানা মাত্রিক কর্মসূচী বিষয়ক বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধিত সভায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপিকে অবাঞ্চিত করার হুঁশিয়ারিসহ তার বিরুদ্ধে বিষেদাগারমুলক বক্তব্য প্রদান করেন আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দরা। একই সঙ্গে মেহেরপুর জেলা প্রশাসককে কালা জাহাঙ্গীর আখ্যা দিয়ে তাঁকে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করার আহবান জানান।

গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে এ বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ বর্ধিত সভায় বক্তব্য দেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, জেলা

আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সদস্য আশকার আলী, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়াসমিন।

সভাপতির বক্তব্যে মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘মন্ত্রী যখন আসেন তার দুই দিন আগে থেকে সার্কিট হাউজে বাজার বসে। বিভিন্ন জেলার ডিসি, এডিসিরা আসেন মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে। তদবিরের জন্য আসেন। জেলা প্রশাসককে উদ্দেশ্যে করে আমাকে এক পুলিশ সুপার বলেছিলেন মেহেরপুরে তো একজন কালা জাহাঙ্গীর আছে। তিনি সারাদেশে ঠিকাদার হয়ে গেছেন। মেহেরপুরে একটা দুর্নীতিবাজ তৈরি হয়েছে।’ অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, আমি চেয়ারম্যান হওয়ার পর দেখি ভৈরবে মাটি লুট হয়ে যাচ্ছে। আমি ডিসিকে ফোন করে বললাম। তিনি বললেন ভৈরবের পাশে রাস্তা হবে। আমি বললাম টেন্ডার কোথায়। উনি বললেন টেন্ডার হয়নি। তাহলে ওয়াকশন কবে হলো। টেন্ডার ওয়াকশন ছাড়া ভৈরবের হাজার হাজার হেক্টর জমির মাটি বিক্রি হয়ে গেলো। সেই মাটি দিয়ে বিশাল একটি বান্দরবান (পাহাড়) হয়ে গেছে একটি ভাটায়। সেই ভাটা আজও সিলগালা হয়নি।
ইয়ারুল ইসলাম আরো বলেন, যাদের একটা মোটরসাইকেলও ছিলনা। এখন তাদের চারটি গাড়ি, বাড়ি। কোথায় পেলেন, আলাদিনের চেরাগ পেলেন নাকি। মন্ত্রীর ভাইয়ের ওষুধের দোকান ছিল, বেচাকেনা হতো না। আজকে সমস্ত ঠিকাদারি কাজ, সমস্ত ব্যবসা তাদের। আমি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নিয়ে চেয়ারে বসার আগেই ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে এসব নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নে বাজেট দিয়েছেন। সেই উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ করছেন মন্ত্রী। গাছের চেয়ে কঞ্চি হয়ে বড় হয়ে গেলে যা হয়।
আওয়ামী লীগের সকল নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে ইয়ারুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগের স্বার্থের পরিপন্থি, মেহেরপুর পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি, জেলার স্বার্থের পরিপন্থি কোন কর্মকান্ড মেহেরপুরে হবে না। আমি মেয়রকে বলেছি আবার যদি তদন্ত টিম আসে আর পৌরসভায় আসার দরকার নাই। ওই পৌরসভার প্রবেশমুখ থেকেই বিদায় দিয়ে দেব। জনপ্রতিনিধিকে মূল্যায়ন করা হয় না। জনপ্রতিনিধিকে বাদ দিয়ে যদি কোন জেলা প্রশাসক হোক সে কালা

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিভ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাফুয়ান আহমেদ রুপক, জেলা যুবলীগের সদস্য মিজানুর রহমান জনি, জেলা যুবলীগের সাবেক সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহবায়ক মাহফিজুর রহমান পোলেন, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি জুলফিকার আলী, আবু মোর্শেদ মোহন শোভন, কুদরত ই খুদা রুবেল, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে শতশত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও মহিলা কর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের বিশেষ বর্ধিত সভা

মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকালে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে শহর আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ বর্ধিত সভায় উপস্থিত আছেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি অ্যাড. মিয়াজান আলী, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, শহর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলীসহ আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা বক্তব্য দেন। মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের

সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলি ইয়াসমিন, মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বও ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিভ, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাফুয়ান আহমেদ রুপক, জেলা যুবলীগের সদস্য মিজানুর রহমান জনি, জেলা যুবলীগের সাবেক সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের যুগ্ম আহবায়ক মাহফিজুর রহমান পোলেন, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি জুলফিকার আলী, আবু মোর্শেদ মোহন শোভন, কুদরত ই খুদা রুবেল, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে শতশত আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন।

জনপ্রতিনিধিদের আচরণ জনমুখী হতে হবে

জনশুমারী ও গৃহগণনা -২০২১ এর লিষ্টিং অপারেশন ও মুল শুমারীর তালিকাকারী, গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের ভাইভা বোর্ড থেকে বের করে দিয়ে একজন জনপ্রতিনিধি কতটুকু সম্মানের কাজ করেছেন তা কেবল তিনিই জানেন। নিজের সম্মান রক্ষার্থে যারা অপরের সম্মান নিয়ে চিন্তা করেন না প্রকৃতপক্ষে তারা কখনোই সম্মানীত হন না।

এ ধরণের একটি ঘটনা ঘটেছে গত রবিবার গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে। ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন এ ধরণের ঘটনা ঘটিয়েছেন। ভাইভা বোর্ডে তাকে না রাখায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি পরীক্ষার্থীদের বাইরে বের করে দেন।
ভাইভা বোর্ড থেকে পরীক্ষার্থীদের বের করে দেওয়ার পর বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে তিনি উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেন। ফলে সেখানে বিশৃঙ্খলা পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

জানাগেছে, ওই দিন গণনাকারী ও সুপারভাইজারদেও ভাইভা পরীক্ষা ছিল। নিয়মানুযায়ী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্রার্থীরা ভাইভা

বোর্ডে অংশ নিয়েছিলেন। ভাইভা বোর্ডে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানকে না রাখায় তিনি সংক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে তার স্বামী সাহাবদ্দিন এমনটি জানিয়েছেন।

এ কারণে প্রায় আধা ঘন্টা ভাইভা পরীক্ষা নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়েছিল ভাইভা বোর্ডকে । পরবর্তিতে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে বিষয়টি নিরসণ হয়।

কিন্তু ভাইভা বোর্ড থেকে যাদের বের করে দেওয়া হলো তাদের মনে কি ধরণের রেখাপাত ঘটতে পারে? জনপ্রতিনিধি সম্পর্কে তাদের ধারণাটা কেমন হতে পারে? একজন জনপ্রতিনিধির আচরণের কারণে অন্যান্য জনপ্রতিনিধিদের উপরও তাদের বিরুপ মনোভাব তৈরি হওয়ার আশংকা থেকে যায়। ফলে জনপ্রতিনিধি সকল কিছু বিবেচনায় নিয়ে জনমুখী আচরণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে।

মেপ্র/ইএম

কেশবপুরের এমপি হচ্ছেন চিত্রনায়িকা শাবানা?

কিংবদন্তি চিত্রনায়িকা শাবানা ও তার স্বামী ওয়াহিদ সাদিকসহ গণসংযোগ শুরু করতে কেশবপুরে আসছেন।

মঙ্গলবার সকালে তারা কেশবপুর আসবেন। ওয়াহিদ সাদিক সাংবাদিকদের তাদের আগমন নিশ্চিত করেছেন।

তাদের আগমন উপলক্ষে কেশবপুরে তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। চলছে মঞ্চ নির্মাণের কাজ। তারা বড়েঙ্গা গ্রাম থেকে গণসংযোগ শুরু করবেন।

এ ঘটনা কেশবপুরে চাউর হলে সব স্তরের মানুষের মাঝে ‘টক অব দ্যা কেশবপুরে’পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে কেশবপুরের এমপি সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর মৃত্যুর পর কেশবপুরে চলছে নানা রাজনৈতিক সমীকরণ।

কে হবেন আগামীতে উপ নির্বাচনে নৌকার প্রার্থী, এই প্রশ্নে

জানুয়ারি আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়।

সুত্র-যুগান্তর

নির্বাচন বিএনপির লক্ষ্য নয়-ইনু

নির্বাচন বিএনপির লক্ষ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু।

তিনি বলেন, নির্বাচনকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বেকাদায় ফেলায় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে এগারোটায় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পাহাড়পুর লক্ষিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবনের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

হাসানুল হক ইনু বলেন, নির্বাচনকে ব্যবহার করে একটি রাজনৈতিক নিন্মচাপ ও ঘুর্ণিঝড় তৈরী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিএনপি। এজন্য তারা নির্বাচনকে নির্বাচন হিসেবে না দেখে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অযুহাত তৈরী করতে চায়। জাতির পিতা, সংবিধান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে যারা কথা বলে না, তারা কোন প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার যোগ্যতা রাখেনা বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

এসময় জাসদ কেন্দ্রীয় নেতা মো: আব্দুল্লাহ, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আলী, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) রকিবুল ইসলামসহ স্কুল কমিটির সদস্য ও জাসদ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ আরপি

কোটচাঁদপুর পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল, কুশপুত্তলিকা দাহ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম জাহিদের বিরুদ্ধে পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম ও তার ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে অসত্য, বিদ্বেষপূর্ণ, বানোয়াট ও মিথ্যা প্রতিবেদন ছাপানোর প্রতিবাদে ঝাড়ু মিছিল ও কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে স্থানীয় শহরে এই ঝাড়ু মিছিল ও মেয়রের কুশপুত্তলিকা দাহ করা।
মিছিলে দলীয় নেতা-কর্মীসহ নানা শ্রেণী-পেশার মহিলারা ঝাড়ু হাতে মিছিলে অংশ নেন। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়।

পরে শহরের পায়রা চত্তরে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পৌর আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডলের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সামাউল হক লাড্ডু, পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ সোহেল আরমান,

পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন হোসেন, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি সজীব শেখ, পৌর সেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ন-আহ্বায়ক আরিফ শেখ, পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মামুন, সাবেক ছাত্র নেতা প্রদীপ কুমার বিশ্বাস, জেলা শ্রমিক লীগ নেতা আজাদ হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা রাহুল প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত ১২ জানুয়ারী আদালতের নির্দেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মেয়র সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে থানায় ধর্ষণ মামলা রেকর্ড হয়। ১৫ জানুয়ারী কোটচাঁদপুর জেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে ভুক্তভোগী ওই নারী মেয়রের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এনে সংবাদ সম্মেলন করেন।

নারী ধর্ষণের অভিযোগে কোটচাঁদপুর মামলা দায়েরের পর স্থানীয় একটি দৈনিকে মেয়র কর্তৃক পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম ও তার ছোট ভাই আক্তারুজ্জামান শাহিনকে দোষারোপ করে স্থানীয় একটি দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানান।

সভা শেষে সন্ধায় মেয়র জাহিদের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

মেপ্র/ আরপি

ঝিনাইদহে জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৪ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঝিনাইদহে আলোচনা সভা ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদাণ করা হয়েছে।

রোববার সকালে শহরের এইচ এস এস সড়কের জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ অুনষ্ঠানের আয়োজন করেন জেলা ছাত্রদল।

জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক মাহবুব আলম মিলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক এ্যাড. এস এম মশিয়ুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এ্যাড. এম এ মজিদ, যুগ্ম আহ্বায়ক আক্তারুজ্জামান আক্তার, জাহিদুজ্জামান মনা, মুন্সী কামাল আজাদ পান্নু, আব্দুল মজিদ বিশ্বাসসহ বিএনপি, ছাত্রদল ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন। বক্তারা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নামে দায়ের করা সকল মামলা প্রত্যাহার করে তার নি:শর্ত মুক্তি দাবী করেন।

আলোচনা সভা শেষে সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদাণ করা হয়।

মেপ্র/ইএম

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের ৮৪তম জন্মবার্ষিকী পালন

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৮৪তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি ।

রবিবার সকালে শহরের কালাম মার্কেট মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, আনছারুল হক, ইলিয়াছ হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সভাপতির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, আজ গণতন্ত্র অবরুদ্ধ, কারাগারে বন্দী। শহীদ জিয়ার জন্মবার্ষিকীতে আমাদের অঙ্গীকার বহুদলীয় গণতন্ত্র পূনরুদ্ধার ও বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

মেপ্র/ইএম

রাজমিস্ত্রিকে ছাত্রলীগ সভাপতি

করায় নেতাদের পদত্যাগ

দানিছুর রহমান বাবু নামের এক রাজমিস্ত্রিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার নাটাই দক্ষিণ ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি করায় তাঁর সঙ্গে রাজনীতি করায় অনীহা জানিয়ে পদত্যাগ করেছেন ওই ইউনিয়ন ছাত্রলীগের ‘অধিকাংশ’ নেতা।

কমিটি গঠনের দুই সপ্তাহ পর গতকাল শনিবার কমিটি থেকে পদত্যাগ করে তাঁরা বিষয়টি জেলা ছাত্রলীগ নেতাদের অবহিত করেছেন। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের কাছে প্রেস বিজ্ঞপ্তিও পাঠিয়েছেন।

জানা গেছে, চলতি বছরের ৩ জানুয়ারি দানিছুর রহমান বাবুকে সভাপতি ও মেহেদী আলম আরিফকে সাধারণ সম্পাদক করে নাটাই দক্ষিণ ইউনিয়ন ছাত্রলীগের ২৫ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী খাইরুল আলম ও সাধারণ সম্পাদক মো. তরিকুল ইসলাম রায়হান এ কমিটি ঘোষণা করেন।

এই কমিটির সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম রোমান, নজরুল ইসলামসহ ১৩ নেতা গতকাল সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেন, আহ্বায়ক কমিটি কিংবা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের আওয়ামী লীগ, যুবলীগ নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই রাতের আঁধারে পকেট কমিটি গঠন করা হয়। যাঁকে সভাপতি করা হয়েছে তিনি সম্পূর্ণ অশিক্ষিত ও পেশায় রাজমিস্ত্রি।

ঘোষিত কমিটিতে সহসভাপতি পদে থাকা সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা চেয়েছিলাম সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি করতে। কিন্তু কাউকে কিছু না বলেই হুট করে কমিটি ঘোষণা করা হয়। রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়, এমনকি লেখাপড়া না জানা একজন রাজমিস্ত্রিকে সভাপতি করায় সবার মাঝে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।’

পদত্যাগী সহসভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। স্থানীয় সংসদ সদস্য র. আ. ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর নেতৃত্বে আমরা কোনো পদ ছাড়াই কাজ করে যাব। রাজমিস্ত্রির সঙ্গে থেকে আমরা ছাত্রলীগের রাজনীতি করতে পারি না।’

এ বিষয়ে দানিছুর রহমানের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। গতকাল সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত তাঁর মোবাইল ফোন নম্বরে বেশ কয়েকবার কল করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। তবে ঘনিষ্ঠজনরা

জানিয়েছেন, দানিছুর স্নাতক শ্রেণিতে পড়ছেন।

এ ব্যাপারে সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. তরিকুল ইসলাম রায়হান বলেন, স্থানীয় কোন্দলের কারণে এখন এসব কথা বলা হচ্ছে। আর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি কাজী খাইরুল আলম বলেন, পদ না পেয়ে এখন এসব কথা বলা হচ্ছে।

তবে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাদৎ হোসেন শোভন বলেন, সভাপতি যদি লেখাপড়া জানা লোক না হয়ে থাকে তাহলে বিষয়টি ঠিক হয়নি। এ বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হবে।

জেলা সভাপতি মো. রবিউল হোসেন রুবেল বলেন, ‘ওই ইউনিয়নের কমিটি করতে জেলা ছাত্রলীগের কোনো পরামর্শ নেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সূত্র: কালের কণ্ঠ

আরো পড়ুন:গাংনী ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত হওয়ায় আনন্দ মিছিল